২৬/৮/২০০৩

প্রথম আলো

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৩

প্রতিক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া কি অপরাধ?

সুভাষ সিংহ রায়

৭ আগস্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : 'চিন্তার জট, বিবেকের বৈকল্য ও সাম্প্রতিক ধর্মঘট' শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন তরুণ শিক্ষকের সুলিখিত প্রবন্ধ আমার মতো অনেকের নজর কেড়েছে। এই বিষয়ে আমার কিছু অভিমত পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সমাজকে প্রথাবদ্ধ চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে নতুন করে ভাবতে, কল্পনা করতে, সাহসী কর্মোদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে উদ্দীপিত করা। মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার আদান-প্রদানের প্রকৃত স্থান অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটার অনুপস্থিতির কথা বলেছেন প্রবন্ধকাররা।

'বিপন্ন ক্যাম্পাস' শিরোনামে অন্য আরেকটি লেখায় ১৭ জন তরুণ শিক্ষক যে সুলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা বোধ করি ব্যাপক উচ্চমাপের তাত্ত্বিকতার পরিচয় দেয়। বললে অত্যুক্তি হবে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতে স্ববিরোধিতা আছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও আছে। আমরা শিক্ষক হতে না পারি, সহজ কথা সহজে বোঝার ক্ষমতা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে অর্জন করেছি। শিক্ষকরা উল্লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'অথচ আমরা দাবি করি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন আছে। বিশ্ববিদ্যালয় চলছে '৭৩-এর অধ্যাদেশ ধরে। যে উদ্দেশ্যে '৭৩-এর অধ্যাদেশের প্রণয়ন সেই লক্ষ্যকে মিথ্যে প্রমাণ করে দেখি ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছে অনুযায়ীই বিশ্ববিদ্যালয় চলছে।' উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত করার সুযোগ নেই। কিন্তু এই সময়ে এ কথা বলার তাৎপর্য কী? আর যারা এই প্রবন্ধের লেখক তারা কি দলনিরপেক্ষ? তাছাড়া কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করা যাবে না কিংবা দলে অংশগ্রহণ করা যাবে না, এটা '৭৩-এর অধ্যাদেশে কোথায় উল্লেখ করা আছে? লেখকরা বলেছেন, 'অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অতি তুচ্ছ বিষয়ের সিদ্ধান্তও আসে রাষ্ট্রের ওপর মহল থেকে।' প্রবন্ধকার শিক্ষকরা বলতে পারবেন কি? বিগত পাঁচ বছরের শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোনো সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের ওপর মহল থেকে এসেছে? বরং বিগত সরকারের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে তা অকল্পনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেটা কি অপরাধ হয়েছে? নাকি প্রাবন্ধিকরা বলবেন, এটাও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ? বিগত সরকারের সময়ে আন্তর্জাতিক রেটিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ-ইস্ট এশিয়ার শীর্ষস্থান অবস্থান করেছিল। লেখকরা স্বীকার করেছেন, 'গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় একদিনের জন্য বন্ধ হয়নি। ক্লাস হয়েছে, পরীক্ষা হয়েছে, সেশনজট কমেছে।' যদি তাই হয় তাহলে এই সাফল্য তো খাটো করে দেখার মতো নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একটানা এক রকম ভালো পরিস্থিতি কবে, কোন সময়ে ছিল?

বিগত সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ব্যাপক অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন কিন্তু কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দেননি। বরঞ্চ একবার উইনস্টন চার্চিলের মতো বলেছিলেন, হেড মাস্টারদের এমন ক্ষমতা আছে যা প্রধানমন্ত্রীরও নেই। অথচ বেগম খালেদা জিয়া তার শাসনামলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ছাড়াই ১৯ জন ছাত্র ভর্তি করার জন্য তৎকালীন উপাচার্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য তারা সকলেই কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং ভর্তি পরীক্ষা দিলে উত্তীর্ণ হতেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর এই হস্তক্ষেপ কেন? লেখকদের অভিযোগ, উপাচার্যসহ বিভিন্ন পদের বণ্টন নির্ধারিত হতে থাকে রাষ্ট্রক্ষমতা তথা রাজনীতির সঙ্গে নৈকট্যের ভিত্তিতে। অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী দু-দুবার উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন সিনেটে সর্বোচ্চ ভোটে। এরশাদ, জিয়ার আমলে কী ঘটেছে তা কি প্রবন্ধকারদের মনে আছে? বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বোস প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী সিনেটে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ার পরও তাকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এক সময় এরশাদ-ভ্যাকেশন ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এসবের কারণে আমাদের অনেককেই প্রায় এক দশক ছাত্র থাকতে হয়েছে। এখন তো অনেকখানি উত্তরণ ঘটেছে। তরুণ শিক্ষকরা কিন্তু এই সত্যটি বলেননি, কীভাবে দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা হয়েছে। নাকি এ বিষয়ে আলোকপাত করাটা ঝুঁকির ব্যাপার? জগন্নাথ হলের ছাত্র লিখিত পরীক্ষায় ৬৫ ভাগ নম্বর পেয়েও মৌখিক পরীক্ষায় শুধু পাস নম্বর পায়—এ রকম অনেক অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরীর আমলে শিক্ষক নিয়োগে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়নি। এই উত্তরণও কম কিসের?

সুভাষ সিংহ রায় : সাবেক ছাত্রনেতা।